গবেষণা সংখ্যা

ISSN 2521-3024

সোশ্যাল এওয়্যারন্যাস প্রোগ্রাম ফর অল (সাপা)-এর মুখপত্র

সচেতন বার্তা

৩য় বর্ষ ◻ ১১তম সংখ্যা ◻ সেপ্টেম্বর ২০১৮

এ সংখ্যার গবেষক

মেয়েশিশুর নিরাপত্তায় শিক্ষিত মায়েদের সচেতনতা : ঢাকা মহানগরকেন্দ্রিক একটি প্রাথমিক সমীক্ষা

ড. আলেয়া পারভীন

একটি শিশু যখন জন্মায়, লিঙ্গ নির্বিশেষে সে রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে সকল অধিকারে সমঅধিকার নিয়ে জন্মায়। মেয়েশিশু বা ছেলেশিশু হিসেবে তার অধিকারে তারতম্য ঘটেনা। মাতা-পিতা ও সমাজের জন্য শিশুটি নাগরিক ও রাষ্ট্রের কাছে সমান সুরক্ষার দাবীদার। সেই প্রেক্ষিতে যে কোন পরিশীলিত সমাজে একজন শিশু কেবল শিশু। লিঙ্গভেদের কারনে মেয়ে শিশুর সমঅধিকার বিঘ্নিত হয় না। কিন্তু যে সমাজ জন্ম থেকে, ক্ষেত্রবিশেষে জন্মের আগে থেকেই মেয়ে ও ছেলের মধ্যে পার্থক্য ও অধিকার বিভাজনের সংস্কৃতিকে ধারণ করে, সেই সমাজে একটি মেয়ে শিশু তার অস্তিত্ব অনুধাবন করার আগে থেকেই নিগ্রহ ও নির্যাতনের শিকার হয়।

সাম্প্রতিককালে মেয়ে শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতনের যে ভয়াবহ চিত্র আমরা দেখি তা শুধু একটি সমাজের বিকৃত মূল্যবোধের পরিচায়কই নয়, সেই সঙ্গে সমাজে নিষ্পাপ অসহায় একটি শিশুর প্রতি পাশবিক নির্যাতনের মাধ্যমে তার শিশুত্ব এবং তার জীবনকে কেড়ে নেয়া হচ্ছে। পত্রিকার পাতা খুললেই মেয়ে শিশুদের প্রতি বিভৎস নির্যাতনের ঘটনায় দেখা যায় বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে শিশুধর্ষণ, স্কুলের বাথরুমে ঢুকে স্কুল কর্মচারি কর্তৃক যৌন নির্যাতন, শিক্ষক কর্তৃক ধর্ষণ- এসব ঘটনা যেন মেয়ে হয়ে জন্মানোর অভিশাপ। যদিও অবোধ শিশুর কিছুই বোঝার ক্ষমতা নেই, তা সত্ত্বেও তার লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যকে মূল্য দিতে হচ্ছে জীবন দিয়ে যারা বেঁচে যায় তারাও সারা জীবনের জন্য হীনমন্যতায় ভোগে, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং পারিবারিকভাবে কুণ্ঠিতবোধ করে এবং ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে। জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম এর তথ্য মতে, ২০১৫ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত ২৩০ জন কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয় যাদের মধ্যে ধর্ষণের পর মারা যায় ৩০ জন শিশু। এ সময় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী শিশুবিবাহ হয় ৩৭ জনের। এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয় ৭ জন এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হয় ৩৫ জন কন্যাশিশু। একইসঙ্গে ৬৬% শিশু শিকার হচ্ছে শিশুবিবাহের যাদের বেশীরভাগই বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষা, পুষ্টি ও তথ্য প্রযুক্তির অধিকার থেকে। গত ১৭/০৮/২০১৭ তারিখের জাগো নিউজে প্রকাশিত যুক্তরাজ্যের থমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় বিশ্বের ১৯টি মহানগরীর মধ্যে মেয়ে তথা নারীদের নিয়ে নিরাপত্তা ঝুঁকিতে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। অতি ....

সাম্প্রতিককালে রিসা ও তনু হত্যা মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা পরিবার ও সমাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। প্রশ্নবিদ্ধ করেছে রাষ্ট্রকে। আবার উদ্বিগ্ন করেছে অভিভাবক মহলকে বিশেষ করে মেয়ে সন্তানের অভিভাবকদের। আর অভিভাবক হিসেবে একজন মা আরো বেশী মাত্রায় উদ্বিগ্ন। কারণ মা নিজেও একজন মেয়ে বা নারী। তিনি কেবল সন্তান জন্মই দেননা তাকে সুশিক্ষা দিয়ে স্বাধীন সত্তার একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। মা-ই একটি পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রথম শিক্ষক। যিনি জাতি বিনির্মাণ করেন তিনিই জীবনের প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে তার মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে আজ উদ্বিগ্ন। কিন্তু মা হিসেবে তার তো এরূপ উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা নয়। সমস্যা কোথায় তা আমাদের জানতে হবে, জানাতে হবে। এর কারণ নিহিত রয়েছে আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়। যে সমাজ নারীকে পুরুষের তুলনায় অধস্তন ভাবে, মেধার পরিবর্তে নারীকে সৌন্দর্য দিয়ে মূল্যায়ন করে সে সমাজে নারী মা কিংবা মেয়ে যাই হোক না কেন তার নিরাপত্তা অনিশ্চিত।

কিন্তু কোনো সমাজই মানবিকতাবোধ বিবর্জিত হতে পারে না। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে কি পুরুষেরা নির্যাতনের শিকার হতো? না। বরং নারী-পুরুষ সম অধিকার ভোগ করত।......... কিন্তু কালের ধারাবাহিকতায় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ যখন পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিণত হল তখন থেকেই নারী ভোগের সামগ্রি হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগলো। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে যে বিবিধ নিয়ম ছিল (বিশেষ করে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মগুলি মাতৃবিধি অনুযায়ী ছিল) অর্থাৎ যে মাতৃবিধি প্রচলিত ছিল তার অবসান ঘটল এবং তার সাথে সাথে পুরুষতান্ত্রিক বিধি তৈরি হল। মাতৃবিধি অবসানের সাথে সাথে সমাজে একটি বিপণ্ডব সংগঠিত হল যদিও এর দ্বারা কারো ক্ষতি সাধন হয়নি। খুব সহজেই এই বিপ্লব হল। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলস্ বলেন, "মাতৃ অধিকারের উচ্ছেদ নারী জাতির এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্বও দখল করল, নারী হল পদানত, শৃঙ্খলিত, পুরুষের লালসার, দাসী, সন্তান সৃষ্টির যন্ত্র মাত্র" (পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি-ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্, পৃ-৬৫)। আর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পুরুষের প্রাধান্য নিশ্চিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হল, যে সমাজই গঠিত হোক না কেন তাকে তো আবশ্যিকভাবেই মানবিক হতে হবে। মানবিক মূল্যবোধ কিংবা মনুষত্বের বিকাশ ব্যতীত কি কোন সমাজ অগ্রসর হতে পারে? সভ্য হতে পারে? মানবিক সমাজের অভাবেই বর্তমানে শিশুরা বিশেষ করে মেয়েশিশুরা বিভিন্ন মাত্রায় নির্যাতনের শিকার। কেননা মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন একজন মানুষ কখনোই তার বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আগ্রাসী হতে পারে না। কাজেই ইতিবাচক সামাজিকীকরণের মাধ্যমে মানবীয় সমাজ গড়ে তোলা আজ সময়ের দাবি।

একটি দেশের ভবিষ্যত সম্পদ সেই দেশের শিশুরা। শিশুর পরিচর্যা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা যা শিশুর মানুষ হয়ে ওঠার বিশেষ হাতিয়ার-তার দায়িত্ব কেবল পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা, বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে একটি শিশুর পূর্ণ বিকাশের দায়িত্ব বর্তায় রাষ্ট্রের উপর। রাষ্ট্র তার আইন, নীতি, কার্যক্রম ও জনসচেতনতার মাধ্যমে শিশুর সুষম বিকাশ নিশ্চিত করে। বাংলাদেশ নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও শিশুরা বিশেষ করে মেয়ে শিশুরা নিরাপত্তহীনতায় ভুগছে। কাজেই সময় এসেছে দৃষ্টিভঙ্গি বদলের, মানবিক সমাজ গঠনের।

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রতিটি সামাজিক গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। বর্তমান গবেষণারও ২টি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। সেগুলো হল:

১. মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তায় উত্তরদাতা মায়েদের সচেতনতার মাত্রা জানা।

২. মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ।

গবেষণার অনুমান

এটি গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। গবেষণার বিষয়ের উপর নির্ভর করে নিম্নোক্ত প্রধান অনুমান দুটি নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

১. মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তায় মায়েদের সচেতন হওয়ার উপাদানসমূহের উপস্থিতি থাকলেও প্রথাগত সামাজিকীকরণ শিক্ষিত মায়েদের সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

৩. ইতিবাচক সমাজিকীকরণ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের দ্বারা মানবিক সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব।

গবেষণার যৌক্তিকতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রিসা, তনু হত্যাকান্ড বাংলাদেশের মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। যে সমাজে মানুষ হিসেবে মেয়েদের স্বাভাবিক চলাচলের অধিকার প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত হয়, মেয়েদের ঘরে আবদ্ধ থাকাকেই সমাজ স্বাভাবিক মনে করে সে সমাজে মেয়ে তথা নারীকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব যতটা সম্ভব 'মেয়ে মানুষ' হওয়া। সমাজে 'মেয়ে মানুষ' হিসেবে নারী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারনেই মায়েরা তাদেরই উত্তরাধিকারী মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে আজ অতি উদ্বিগ্ন। কাজেই মেয়ে তথা নারীর সোন্দর্য বা দৈহিক বৈশিষ্টের পরিবর্তে তার মেধাগত উৎকর্ষতা শ্রেয়-এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা জরুরি। নারী বা পুরুষ নয়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের মানবিক মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এখন সময়ের দাবী। এর ফলে একদিকে যেমন মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে মায়েদের .... উদ্বিগ্নতা হ্রাস পাবে তেমনি মানুষ হিসেবে মেয়েদের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। উপরন্তু এ গবেষণার দ্বারা একদিকে যেমন বাংলাদেশের মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তায় শহুরে মায়েদের সচেতনতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে তেমনি প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তীতে সমতামূলক মানবিক ও নৈতিক সমাজ গঠনের জন্য ইতিবাচক সামাজিকীকরণ, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। কাজেই বর্তমান গবেষণাটি যৌক্তিক ও নতুনত্বের দাবীদার।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটি মূলত তথ্য উদঘাটনমূলক সামাজিক নমুনা জরিপ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর সকল এলাকাকে গবেষণা এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে বসবাসরত সকল মেয়ে সন্তানের মায়েরা এই গবেষণার সমগ্রক এবং প্রতিজন মা বিশ্লেষণের একক হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ৫০ জন শিক্ষিত (ন্যুণতম এইচএসসি) মাকে তথ্য সংগ্রহের জন্য নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে এই নমুনা মোটেই প্রতিনিধিত্বমূলক নয়। প্রাথমিকভাবে গবেষণার উদ্দেশ্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য সীমিত নমুনার উপর গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়। তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে হিসেবে বাংলা ভাষায় লিখিত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন দ্বারা প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের পাশাপাশি বর্তমান গবেষণায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যাবলি যথাযথভাবে সম্পাদনা করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করে সারণিবদ্ধ এবং বিশ্লে ষণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির সাহায্যে প্রক্রিয়াজাত করে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য ফলাফল

বয়স

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় অধিকাংশ উত্তরদাতাদের বয়স ৪০-৪৪ (৩৬%) এবং ৩৫-৩৯ (৩৪%) এর মধ্যে। উত্তরদাতাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক রয়েছে যাদের বয়স ২৫-২৯ (২%) এর মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই অনুধাবন করা যায় যে উত্তরদাতা মায়েরা বয়সের দিক থেকে মধ্যম পর্যায়ের। বয়সের কারণে তারা বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। কাজেই মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে মা হিসেবে তারা তাদের বয়সগত অভিজ্ঞতাকে প্রধান্য দিয়েছেন বলা যায়।

সারণি-১ : উত্তরদাতাদের বয়সসংক্রান্ত তথ্য

বয়স	গণসংখ্যা	শতকরা হার
২৫ - ২৯	১	২.০

বয়স	গণসংখ্যা	শতকরা হার
৩০ -৩৪	৮	১৬.০
৩৫ -৩৯	১৭	৩৪.০
৪০ -৪৪	১৮	৩৬.০
৪৫ -৪৯	৩	৬.০
৫০+	৩	৬.০
মোট	৫০	১০০.০

শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষা মানুষের অচরণের কাঙ্খিত পরিবর্তন ঘটায় এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করে। গবেষণায় অধিকাংশ উত্তরদাতা মায়েরাই স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সম্পন্ন (৮৪%), স্নাতকসম্পন্ন করেছেন ১০% এবং পিএইচডি করেছেন ২%। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় বর্তমান গবেষণার উত্তরদাতাগণ প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষিত।

সারণি-২ : উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাসংক্রান্ত তথ্য

শিক্ষা	সংখ্যা	শতকরা
এইচ এস সি	২	৪.০
স্নাতক	৫	১০.০
স্নাতকোত্তর	৪২	৮৪.০
পিএইচডি	১	২.০
মোট	৫০	১০০.০

পেশা

সাধারণত আয়ের সাথে নারীদের সচেতনতার সম্পর্ক রয়েছে। উত্তরদাতাদের পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশ (৬৮%) উত্তরদাতাই চাকুরিজীবী। কেবল ৩০% গৃহিনী এবং অন্যান্য ২%। উত্তরদাতাদের সাথে আলাপ-আলোচনাকালে জানা যায় গৃহিনীদের মধ্যে অধিকাংশেরই আয় রয়েছে। এদের কেউ কেউ আবার বাবার বাড়ির সম্পত্তি পেয়ে স্বামীর আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। এর ফলে সন্তান বিশেষ করে মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তায় মা হিসেবে তাদের মতামত বা ভূমিকা পরিবারে গুরুত্বের সাথেই বিবেচিত হয়।

সারণি-৩ : উত্তরদাতাদের পেশাসংক্রান্ত তথ্য

পেশা	গণসংখ্যা	শতকরা
গৃহিণী	১৫	৩০.০
চাকুরিজীবী	৩৪	৬৮.০
অন্যান্য	১	২.০
মোট	৫০	১০০.০

স্বামীর শিক্ষা

পরিবারে স্বামীর শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এজন্যে যে সন্তান লালন-পালনে অর্থাৎ সন্তানকে প্রকৃত মানুষ করার ক্ষেত্রে মায়ের পাশাপাশি বাবার ভূমিকা, দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রভাব আপরিসীম। কেননা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ তথা পিতার ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা। বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে উত্তরদাতাদের স্বামীদের অধিকাংশেরই সর্বোচ্চ ডিগ্রী স্নাতোকোত্তর (৮৪%)। পিএইচডি করেছেন ৪%। কাজেই বলা যায় মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা রক্ষায় উত্তরদাতাদের উপর স্বামীদের উচ্চশিক্ষার প্রভাব লক্ষণীয়ভাবেই রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

সারণি-৪ : উত্তরদাতাদের স্বামীর শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্য

স্বামীর শিক্ষা	গণসংখ্যা	শতকরা
স্নাতক	৬	১২.০
স্নাতকোত্তর	৪২	৮৪.০
পিএইচডি	২	৪.০
মোট	৫০	১০০.০

স্বামীর পেশা

ঢাকা মহানগরীতে বসবাসরত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পুরুষদের প্রধান পছন্দ চাকুরি। এরপরই ব্যবসা। বর্তমান গবেষণায় দেখা যায় উত্তরদাতাদের স্বামীদের মধ্যে শতকরা ৯০% চাকুরিজীবী। উচ্চশিক্ষা এবং পেশার সাথে সংশ্লিষ্টরা সাধারণত মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবেই পরিচিত। আর মধ্যবিত্তরা সমাজ সচেতনও বটে।

সারণি-৫ : উত্তরদাতাদের স্বামীর পেশাসংক্রান্ত তথ্য

পেশা	গণসংখ্যা	শতকরা
চাকুরিজীবী	৪৫	৯০.০
ব্যবসা	৫	১০.০
মোট	৫০	১০০.০

পারিবারিক আয়

উত্তরদাতাদের প্রায় ২৪ শতাংশের মাসিক আয় ৭৫০০০-৯৯০০০ এর মধ্যে। ২২ শতাংশের আয় ৫০০০০-৭৪০০০ এর মধ্যে এবং আরো ২২ শতাংশের আয় ১০০০০০-১২৪০০০ এর মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় উত্তরদাতাগণের আর্থিক অবস্থা প্রায় সকলেরই একইরকম অর্থাৎ পারিবারিকভাবে স্বচ্ছল।

সারণি-৬ : উত্তরদাতাদের পারিবারিক আয়সংক্রান্ত তথ্য

মাসিক পারিবারিক আয়	গণসংখ্যা	শতকরা
৫০০০০ এর নিচে	৪	৮.০
৫০০০০ - ৭৪০০০	১১	২২.০
৭৫০০০ -৯৯০০০	১২	২৪.০
১০০০০০ -১২৪০০০	১১	২২.০
১২৫০০০ -১৪৯০০০	২	৪.০
১৫০০০০ -১৭৪০০০	৬	১২.০
১৭৫০০০ -২০০০০০	১	২.০
২০০০০০ এর বেশি	৩	৬.০
মোট	৫০	১০০.০

বর্তমান গবেষণার উত্তরদাতা মায়েদের সকলেরই মেয়ে সন্তান রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় ৩৬% উত্তরদাতার কন্যা ১ জন করে, ৫৮% উত্তরদাতার ২ জন করে এবং ৬% উত্তরদাতার ৩ জন করে মেয়ে সন্তান রয়েছে।

মেয়ে সন্তানের বয়স যাই হোক না কেন তাকে নিয়ে উত্তরদাতা মায়েরা চিন্তা করেন। ১-৫ বছর বয়সের মেয়ে সন্তান নিয়ে যেমন চিন্তা করেন তেমনি ২০ বছর বয়সের অধিক বয়সের মেয়ে সন্তান নিয়েও চিন্তা করেন উত্তরদাতা মায়েরা। তবে বর্তমান গবেষণায় ১১-১৫ বছর বয়সের মেয়ে সন্তানের সংখ্যাই বেশী (৩৬%) যাদের নিয়ে উত্তরদাতা মায়েরা চিন্তা করেন বিশেষভাবে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান সময়ে নিরাপত্তা বিশেষ করে মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান গবেষণার ৯৮% উত্তরদাতাই বলেন মেয়ে সন্তানদের নিয়ে তারা বিশেষভাবে চিন্তা করেন। কেবল মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা নিয়েই চিন্তা করেন ৭৮%। লেখাপড়া নিয়ে চিন্তা করেন ১৪%। নিরাপত্তা ও লেখাপড়া নিয়ে চিন্তা করেন ২%। কাজেই সহজেই অনুধাবন করা যায় যে বর্তমান গবেষণা অত্যন্ত সময়োপযোগী।

মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তার সংজ্ঞা বিষয়ক সচেতনতা

বর্তমান গবেষণায় মা হিসেবে উত্তরদাতাগণ মেয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা করলেও নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। মেয়ের নিরাপত্তা বলতে যে কোন ধরনের অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা থেকে সুরক্ষিত থাকা বলেছেন ২%, যে কোন ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকা বলেছেন ১২%, মেয়ে সন্তানের জন্য নিরাপদ পরিবেশ বজায় থাকা সম্পর্কে বলেছেন ২০%। আইনের সঠিক বাস্তবায়ন সম্পর্কে বলেছেন ২০% এবং সবগুলো বিষয় সম্পর্কে বলেছেন ৪৬%। যদিও ৪৬% উত্তরদাতা নিরাপত্তা বলতে আলাদাভাবে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোকেই বুঝেছেন কিন্তু সার্বিকভাবে বলা যায়, নিরাপত্তা কী- এ বিষয়ে সকল উত্তরদাতাই (১০০%) সচেতন।

সারণি–৭ : মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তার সংজ্ঞা বিষয়ক সচেতনতা (%)

নিরাপত্তা কী	গণসংখ্যা	শতকরা
যেকোন ধরনের অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা থেকে সুরক্ষিত থাকা	১	২.০
যেকোন ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকা	৬	১২.০
সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে মেয়ে সন্তানের জন্য নিরাপদ পরিবেশ বজায় থাকা	১০	২০.০
আইনের সঠিক বাস্তবায়ন	১০	২০.০
সবগুলো	২৩	৪৬.০
মোট	৫০	১০০.০

মেয়ে সন্তানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক সচেতনতা

উত্তরদাতা মায়েরা এক সময় মেয়ে ছিলেন। তাঁর বেড়ে ওঠার পরিবেশ কেমন ছিল এ বিষয়েও তারা অবগত। কাজেই মা হিসেবে উত্তরদাতাগণ তাদের মেয়েদের কিভাবে দেখেন এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় ১০% বলেছেন মেয়ে হিসেবে, ৪০% বলেছেন মানুষ হিসেবে এবং ৫০% বলেছেন মানুষ হিসাবে বিবেচনা করলেও মেয়ের নিরাপত্তাকেই গুরুত্ব দেন বেশী। এর কারণ হিসেবে গবেষণাকালীন আলাপ-অলোচনায় জানা যায় যে বর্তমান সময়ে সমাজে প্রায়শই মেয়েশিশুসংক্রান্ত বিভিন্ন নিরাপত্তাহীনতার ঘটনা এই মায়েদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। এর ফলে তারা বর্তমানে মেয়ে সন্তানদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করলেও তাদের নিরাপত্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

সারণি–৮ : মেয়ে সন্তানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক সচেতনতা (%)

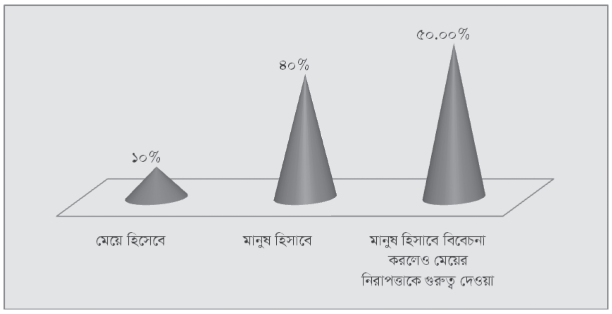

মানুষ হিসেবে মেয়ে সন্তানকে বিবেচনা করার কারণ বিষয়ক সচেতনতা

নারী-পুরুষের মধ্যে লিঙ্গ ভিন্নতা থাকলেও তাদের প্রথম পরিচয় তারা মানুষ। আর মানুষ হিসেবে মেধা ও কর্ম দ্বারা তারা তাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে মেয়ে তথা নারীরা ছেলে তথা পুরুষ সমাজেরই নেতিবাচক আচরণ দ্বারা প্রতিনিয়ত নিগৃহীত হচ্ছে এবং তার স্বাধীন চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে যা কাম্য নয়। তথাপি বর্তমান গবেষণার প্রায় ৪২% উত্তরদাতা মায়েরা তাদের মেয়ে সন্তানকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেছেন এজন্য যে তারা মানুষ। সৃষ্টিগত কারণেই মেয়ে তথা নারী পুরুষের ন্যায়ই মানুষ। ৩৮% উত্তরদাতা মনে করেন মেয়ে সন্তানকে ছেলেদের ন্যায় মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেন এজন্য যে পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রে উভয়ের ভূমিকা সমান। ২০% নারী মনে করেন নারীরও যে মানুষ হিসেবে আলাদা সত্তা রয়েছে তার স্বীকৃতি ও মূল্যায়নের জন্য তারা মেয়েদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেন। কাজেই বলা যায় বর্তমান গবেষণার উত্তরদাতারা মানুষ হিসেবে মেয়ে সন্তানকে কেন বিবেচনা করেন এ বিষয়ে শতভাগ সচেতন।

সারণি– ৯ : মানুষ হিসেবে মেয়ে সন্তানকে বিবেচনা করার কারণ বিষয়ক সচেতনতা (%)

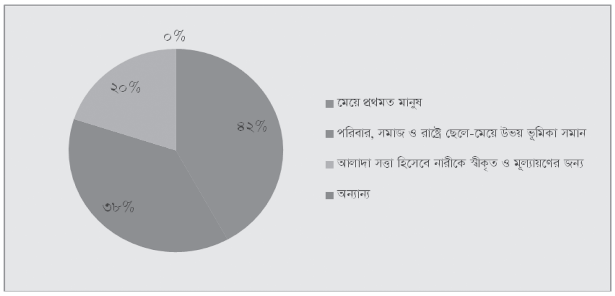

সন্তানের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেয়ার কারণ বিষয়ক সচেতনতা

৫৬% উত্তরদাতাদা মনে করেন পরিবার ও সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেন। ২৮% মনে করেন মেয়ের সৌন্দর্য বা দৈহিক বৈশিষ্ট্যের কারণে নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেন, ৮% মনে করেন উত্যক্তকারীদের কারণে বাধ্য হয়ে এবং অন্যান্য কারণে মেয়ের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেন ৮%।

সারণি-১০ হতে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট যে মেয়ে বা নারীর প্রতি এখনও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক নয়। নারীকে এখনও কেবল নারী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। মেধা বা কর্মের পরিবর্তে এখনও নারীর সৌন্দর্যকেই সমাজ প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যার কারণে মেয়েদেরকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করলেও তাদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে হয়।

সারণি-১০ : সন্তানের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেয়ার কারণ বিষয়ক সচেতনতা (%)

সন্তানের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেয়ার কারণ	গণসংখ্যা	শতকরা
পরিবার ও সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে	২৮	৫৬.০
মেয়ের সৌন্দর্য বা দৈহিক বৈশিষ্ট্যের কারণে	১৪	২৮.০
উত্যক্তকারীদের কারণে বাধ্য হয়ে	৪	৮.০
অন্যান্য	৪	৮.০
মোট	৫০	১০০.০০

মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা রক্ষার্থে বিভিন্ন পরামর্শ বিষয়ক সচেতনতা

মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা কিভাবে রক্ষিত হবে-এ বিষয়ে উত্তরদাতা মায়েদের কেবল ৮% গুরুত্ব দেন ধর্মীয় বিধান তথা পর্দার ব্যবহার নিশ্চিত করার উপর। ৬৬% গুরুত্ব দেন বিদ্যমান পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-নিষেধ মেনে চলার উপর। ১৮% গুরুত্ব দেন সন্ধ্যা বা রাতে বাড়ির বাইরে না থাকার উপর এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেন ৬%। লক্ষণীয় যে বর্তমান সময়ে পর্দার ব্যবহার দ্বারা যে মেয়েদের নিরাপত্তা রক্ষা সম্ভব নয় তা যেমন সারণিতে অত্যন্ত স্পষ্ট তেমনি পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-নিষেধ দ্বারাই যে এখনো মেয়েদের নিরাপত্তা রক্ষিত হচ্ছে এটাও সত্য।

সারণি-১১ : মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা রক্ষার্থে বিভিন্ন পরামর্শ বিষয়ক সচেতনতা (%)

পরামর্শের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা
পর্দার ব্যবহার করা নিশ্চিত করা	৪	৮.০
পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-নিষেধ মেনে চলা	৩৩	৬৬.০
সন্ধ্যা বা রাতে বাড়িতে বাইরে না থাকা	৯	১৮.০
অন্যান্য	৩	৬.০
নিরুত্তর	১	২.'০
মোট	৫০	১০০.০

সারণি-১১ এ উল্লেখিত পরামর্শ দ্বারা মেয়ে সন্তানদের নিরাপত্তা বিধান সম্ভব কিনা- এ বিষয়ে সচেতনতা।

সারণি-১১ এ উল্লেখিত পরামর্শ দ্বারা মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা বিধান সম্ভব কিনা প্রশ্নের উত্তরে কেবল ২% মনে করেন উপর্যুক্ত পরামর্শসমূহ মেনে চললে মেয়েদের নিরাপত্তা রক্ষিত হবে। ২০% মনে করেন উপর্যুক্ত পরামর্শসমূহ মেনে চললে মেয়েদের নিরাপত্তা রক্ষিত হবে না। ৭২% বলেছেন কিছুটা হবে এবং নিরুত্তর ছিলেন ৬%। কাজেই এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে নিরাপত্তার বিষয়টি কেবল বাহ্যিক বা আরোপিত বিষয় যেমন পর্দা, বিদ্যমান পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-নিষেধ মেনে চলা প্রভৃতি বিষয়ের উপরই নির্ভর করেনা।

সারণি-১২ : সারণি-১১ এ উল্লেখিত পরামর্শ দ্বারা মেয়েদের নিরাপত্তা বিধান সম্ভব কিনা-এ বিষয়ে সচেতনতা (%)

সারণি-১১ এর পরামর্শ দ্বারা মেয়েদের নিরাপত্তা রক্ষিত হবে কিনা	গণসংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১	২.০
না	১০	২০.০
কিছুটা হবে	৩৬	৭২.০
নিরুত্তর	৩	৬.০
মোট	৫০	১০০.০

মেয়ে সন্তানকে নিরাপত্তার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার চেয়ে ছেলে সন্তানকে মেয়ে বা নারীদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে শিক্ষা দেয়া বেশি জরুরি-এ বিষয়ে সচেতনতা

মেয়ে সন্তানকে নিরাপত্তার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার চেয়ে ছেলে সন্তানকে মেয়ে বা নারীদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে শিক্ষা দেয়া বেশি জরুরি কিনা প্রশ্নের উত্তরে ৮৪% উত্তরদাতাই এর পক্ষে মত প্রদান করেন। না বলেছেন ২%, অন্যান্য বলেছেন ৪% এবং নিরুত্তর ছিলেন ১০%। অন্যান্য ৪% এর মধ্যে কেউ কেউ বলেন ছেলে শিশু বা পুরুষদের পাশাপাশি মেয়ে শিশু বা নারীদেরও শিশুকাল থেকেই মেয়ে বা নারীদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে শিক্ষা দেয়া জরুরি। কাজেই বলা যায় বর্তমান গবেষণায় শিশুর সামাজিকীকরণে বিশেষ করে ছেলে শিশুর সামাজিকীকরণে মেয়ে বা নারীদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে শিক্ষা দেয়া বেশি জরুরি-এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট।

সারণি-১৩ : মেয়ে সন্তানকে নিরাপত্তার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার চেয়ে ছেলে সন্তানকে মেয়ে বা নারীদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে শিক্ষা দেয়া বেশি জরুরি বিষয়ক সচেতনতা (%)

মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা রক্ষায় ছেলে সন্তানকে মেয়ে বা নারীদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে শিক্ষা দেয়া	গণ সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৪২	৮৪.০
না	১	২.০
অন্যান্য	২	৪.০
নিরুত্তর	৫	১০ .০
মোট	৫০	১০০.০

কেন ছেলে সন্তানকে মেয়ে বা নারীদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি শিক্ষা দেয়া বেশি জরুরি-এ বিষয়ে সচেতনতা

কেন ছেলে সন্তানকে মেয়ে বা নারীদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি শিক্ষা দেয়া বেশি জরুরি প্রশ্নের উত্তরে ৬% উত্তরদাতা বলেন এর ফলে মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না, ৪৪% বলেন সমাজে ছেলে-মেয়ে উভয়েই যে সমান মর্যাদার অধিকারী-এ বিষয়টি সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, ৮% বলেন ছেলেদের উক্তত্যকারী হওয়ার প্রবনতা কমে আসবে, ৮% বলেন সমাজে মেয়ে সন্তান বসবাসের ক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশ তৈরী হবে এবং ৩৪% মনে করেন উপর্যুক্ত সব বিষয়ই সঠিক। একটি বিষয় বর্তমান গবেষণায় অত্যন্ত স্পষ্ট যে সমাজে এখনো মেয়ে সন্তান বা নারীরা যে ছেলে সন্তান বা পুরুষের ন্যায় সমমর্যাদাসম্পন্ন নয় তা উত্তরদাতাদের মতামত বিশ্লেষণে ফুটে উঠেছে। উপরন্তু একটি সুন্দর ও মানবিক সমাজ গঠনের জন্য মেয়ে বা নারীদের যথাযথ সম্মান দেয়ার ক্ষেত্রে সারণিতে উল্লেখিত বক্তব্যসমূহে সকল উত্তরদাতাই একমত অর্থাৎ শতভাগ সচেতন।

সারণি-১৪ : কেন ছেলে সন্তানকে মেয়ে বা নারীদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি শিক্ষা দেয়া বেশি জরুরি বিষয়ক সচেতনতা (%)

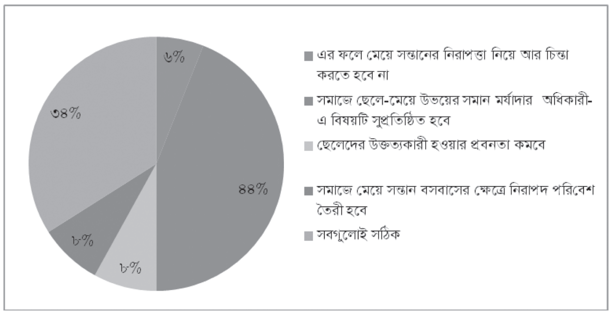

ছেলে সন্তানদের কিভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন-এ বিষয়ে সচেতনতা

ছেলে সন্তানদের কিভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন প্রশ্নের উত্তরে ৬৬% উত্তরদাতা মনে করেন মেয়ে সন্তান তথা নারীরা যে ছেলে তথা পুরুষদের ন্যায় সমমর্যদাসম্পন্ন মানুষ-এই মনোভাব যাতে ছেলেরা পোষণ করেন তার জন্য ইতিবাচক সামাজিকীকরণ করা। ৮% উত্তরদাতা মনে করেন ধর্মীয় মতাদর্শ দ্বারা ছেলে সন্তানদের গড়ে তোলা প্রয়োজন, ১২% উত্তরদাতা মনে করেন ছেলে সন্তানদের সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্তকরণ করলে তাদের দ্বারা মেয়েদের নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি হবে না এবং ১৪% উত্তরদাতা মনে করেন সকল ক্ষেত্রেই ছেলে-মেয়ের দৈহিক সামর্থের তুলনায় মেধার ভূমিকা বেশী-এই বোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। কাজেই এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে মেয়ে সন্তান তথা নারীর নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইতিবাচক সামাজিকীকরণ।

সারণি-১৫ : ছেলে সন্তানদের কিভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন-এ

বিষয়ে সচেতনতা (%)

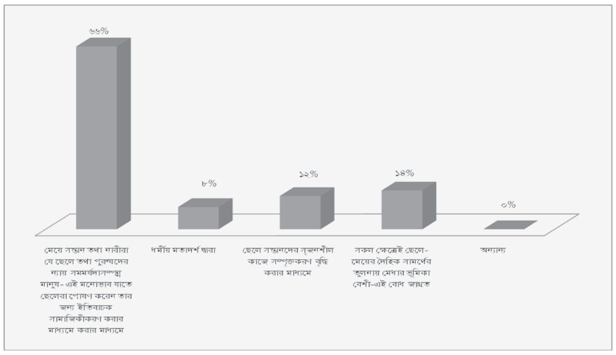

ছেলে সন্তানদের গড়ে তোলার পাশাপাশি মেয়ে সন্তানদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আরো কিছু পরামর্শ বিষয়ক সচেতনতা

ছেলে সন্তানদের গড়ে তোলার পাশাপাশি মেয়ে সন্তানদের নিরাপত্তা আরো কিভাবে নিশ্চিত করা যায় প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় ১৮% উত্তরদাতা মনে করেন বিভিন্ন কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে মেয়ে সন্তান তার বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে তার নিরাপত্তা রক্ষা করবে, ৮% উত্তরদাতা মনে করেন নিরাপত্তাজনিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমে মেয়েরা তাদের নিরাপত্তা রক্ষা করবে, ১০% মনে করেন কঠোর আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং ৬৪% মনে করেন সন্তানের সামাজিকীকরণে ইতিবাচক দৃষ্টি-ভঙ্গির ব্যবহার বৃদ্ধি দ্বারা মেয়ে সন্তানের নিরিাপত্তা নিশ্চিত সম্ভব। কাজেই বলা যায় যে সন্তানের সামাজিকীকরণে ইতিবাচক দৃষ্টি-ভঙ্গির ব্যবহার বৃদ্ধি ঘটলে মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না।

সারণি -১৬ : ছেলে সন্তানদের গড়ে তোলার পাশাপাশি মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার বিষয়সমূহে সচেতনতা (%)

ছেলে সন্তানদের গড়ে তোলার পাশাপাশি মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আরো কিছু উপায় বা পরামর্শ	গণ সংখ্যা	শতকরা
বিভিন্ন কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে মেয়ে সন্তান তার বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করার মাধ্যমে	৯	১৮.০
নিরাপত্তাজনিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমে	৪	৮.০
কঠোর আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তব প্রয়োগ	৫	১০.০
সামাজিকীকরণে ইতিবাচক দৃষ্টি-ভঙ্গির ব্যবহার বৃদ্ধি দ্বারা	৩২	৬৪.০
অন্যান্য	০	০.০
মোট	৫০	১০০.০

ভবিষ্যত ছেলে ও মেয়ে সন্তানদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক সচেতনতা

ছেলে ও মেয়ে সন্তানদের ভবিষ্যতে কিরূপে দেখতে চান প্রশ্নের উত্তরে কেবল ৪% উত্তরদাতা বলেছেন তারা তাদের সন্তানকে ছেলে ও মেয়ে হিসেবেই দেখতে চান। ২৪% বলেছেন উভয়কেই মানুষ হিসেবে দেখতে চান, ৬০% বলেছেন উভয়কে মানবিক মানুষ হিসেবে দেখতে চান যেখানে নারী-পুরুষ প্রকৃত অর্থেই সমমর্যদার অধিকারী হবে, ১২% বলেছেন উভয়কে মানুষ হিসেবে দেখতে চান যেখানে মেয়ের সৌন্দর্যের তুলনায় মেধা ও কর্মকে সমাজ মূল্যায়ন করবে। কাজেই বলা যায় ৯৬% উত্তরদাতাই একটি সমমর্যাদাসম্পন্ন ও মানবিক সমাজ দেখতে চান যেখানে লিঙ্গ প্রাধান্য থাকবেনা, ছেলে ও মেয়ের পরিচয় হবে কেবল মানুষ হিসেবে।

সারণি- ১৭ : ভবিষ্যত ছেলে ও মেয়ে সন্তানদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক সচেতনতা (%)

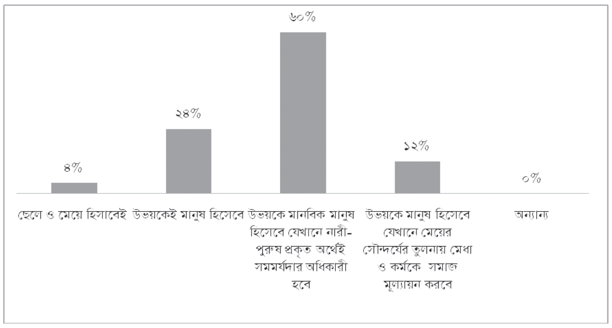

সুপারিশ ও উপসংহার

সমাজে প্রায়শই সংঘটিত মেয়েশিশুসংক্রান্ত বিভিন্ন নিরাপত্তাহীনতার ঘটনা বর্তমান গবেষণার উত্তরদাতা মায়েদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। এর ফলে তারা বর্তমানে মেয়ে সন্তানদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করলেও তাদের নিরাপত্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কাজেই মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণই কেবল নয়, গবেষণায় উঠে এসেছে মানবিক সমাজ গঠনেরও তাগিদ। কাজেই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হল:

১. নারী-পুরুষের মধ্যে লিঙ্গ ভিন্নতা থাকলেও তাদের প্রথম পরিচয় তারা মানুষ। আর মানুষ হিসেবে মেধা ও কর্ম দ্বারা তারা তাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাবে- এটাই স্বাভাবিক। কাজেই সমাজে মেয়েদের মেধা ও কর্মকে গুরুত্ব দেয়ার পরিসর বা ক্ষেত্র বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, স্বল্পর্ঘ্যৈ চলচ্চিত্র, যাত্রা, নাটক ও গণসচেতনতাধর্মী প্রোগ্রাম, রেডিও ও টিভি চ্যানেলে মেয়েদের কর্ম ও মেধাভিত্তিক সাফল্যকে তুলে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. সমাজে ছেলে সন্তান অধিক গুরুত্বপূর্ণ কিংবা মেয়েসন্তান কম গুরুত্বপূর্ণ- এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে ছেলে সন্তান ও মেয়ে..

সন্তান উভয়ে যে সমাজের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ এ মনোভাব গড়ে তোলার জন্য পরিবার হতেই ইতিবাচক সামাজিকীকরণ করা প্রয়োজন। এজন্য শিশু অবস্থায় উভয়েই যাতে একই মনোভাব নিয়ে গড়ে ওঠে তার জন্য তাদের খেলার সময় একই ধরনের খেলনা দিয়ে খেলতে দিতে হবে এবং একই ধরনের কাজ করতে দিতে হবে। যেমন বল, গাড়ি, হাড়ি-পাতিল কিংবা গৃহস্থালী যে কোন কাজে উভয়কেই সমভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। এর ফলে ভবিষ্যতে ছেলে মেয়ে উভয়ের মধ্যে কাজ কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে।

৩. পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কারণেই নারীকে এখনও কেবল নারী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়ে সমান মর্যাদাপ্রাপ্ত এই বোধ জাগ্রত করা সম্ভব না হলে মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। কাজেই শিশুকাল হতেই ছেলে সন্তানকে নারী বা মেয়েদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেবার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে সমাজে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ ব্যক্তিত্বের ন্যায় মহৎ ও আদর্শ নারী ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিশুরা তাদের ভবিষ্যত বিনির্মাণে উপর্যুক্ত ব্যক্তিত্বের ন্যায় সততা, নৈতিকতা, সংযম, ধৈর্য প্রভৃতি আদর্শকে ধারণ করতে পারে। এ সকল মানবিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে এক ধরনের ভারসাম্য তথা সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।

৪. পরিবারকে গুরুত্ব দিতে হবে সর্বাগ্রে। কেননা পরিবার থেকে একজন মানুষ যদি নৈতিকতা, মুল্যবোধ ও সততার শিক্ষা পায়, সে বাইরের পরিবেশে অবশ্যই মেয়ে তথা নারীকে সম্মান করবে। আর যদি এ শিক্ষা না পায়, তার দ্বারা নারীদের অসম্মানিত হওয়ার প্রবণতা থাকে বেশি। পরিবার থেকে যেন প্রত্যেকে ভাল মানুষ হতে পারে সে জন্য আমাদের কাজ করতে হবে? পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জরুরি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকেরা যদি একে অপরকে সম্মান দেখান এবং শিক্ষার্থীদের প্রকৃত অর্থেই নৈতিকতা ও মুল্যবোধের শিক্ষা দেন তাহলে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিক্ষার্থীরা বেড়ে উঠবেই। কাজেই পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানবিক শিক্ষার চর্চা অতি জরুরি।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ৯৬% উত্তরদাতাই এমন একটি মানবিক সমাজ দেখতে চান যেখানে লিঙ্গ প্রাধান্য থাকবেনা, ছেলে ও মেয়ের পরিচয় হবে কেবল মানুষ হিসেবে। আর মেধা ও কর্মই হবে এর প্রধান ভিত্তি। কাজেই এরূপ সমাজ গঠনে নারীর নিজস্ব চিন্তাজগতেই প্রথম পরিবর্তন আনতে হবে। নারীর প্রথাগত নেতিবাচক চিন্তার পরিবর্তে ইতিবাচক চিন্তাধারাই পারবে সমাজে সহযোগী পুরুষদের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনতে। আর নারী-পুরুষের সম্মিলিত ইতিবাচক চিন্তাভাবনা গড়ে তুলবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। আর ইতিবাচক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সমাজে কেবল মেয়েরাই নয়, মানুষ হিসেবে সকলেই থাকবে সুরক্ষিত।

সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), সরকারি সংগীত কলেজ, ঢাকা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। এঙ্গেলস্, ফ্রেডরিক, পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৭।
২। তসলিমা, মনসুর, পুরুষতান্ত্রিকতা থেকে লৈঙ্গিক সমতা: বাংলাদেশের নারী ও মুসলিম আইন, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৯।
৩। কন্যা শিশুর বিভিন্ন সংখ্যা, জাতীয় কন্যা শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম, ঢাকা।
৪। "কন্যা সন্তানের নিরাপত্তা", চ্যানেল আই অনলাইন, ০১ আগস্ট, ২০১৭।
৫। "কন্যা সন্তানের নিরাপত্তা দিবে কে?" দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ মে, ২০১৩।
৬। "নারীর নিরাপত্তা ঝুঁকিতে বিশ্বে সপ্তম ঢাকা", দৈনিক জাগো নিউজ, ১৭ অক্টোবর, ২০১৭।
৭। "নগরে নারী নিরাপত্তা আমাদের ভাবনা" শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠক, দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫।
৮। "দেশে নারীর নিরাপত্তা", দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ মার্চ, ২০১৫।

সম্পাদকীয়

''থাকলে কন্যা সুরক্ষিত, দেশ হবে আলোকিত''- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উদ্‌যাপন করা হয় জাতীয় কন্যা শিশু দিবস-২০১৮। কন্যাশিশু তথা মেয়ে সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বর্তমান সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা। কন্যাশিশুর বিকাশে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন মাত্রায় নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং তাদের বিকশিত হওয়ার পরিবেশ এখনো অনিরাপদ। কাজেই সমতামূলক ও মানবিক সমাজ গঠন জরুরি। মানবিক সমাজ গঠন হলে এদেশের কন্যা বা মেয়েশিশুরা দক্ষ ও যোগ্য হয়ে উঠবে এবং এদের মাধ্যমে আলোকিত হবে দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র। আমরা কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা এবং অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরো বেশি সচেতন হবো এমন প্রত্যাশা করছি।

সম্পাদনা পরিষদ

ড. ফিরোজা বেগম
লেলিন আজাদ
সামসুন্নাহার মনি

লেখা আহবান

সমাজের নানা অসঙ্গতি-বৈষম্য কি আপনাকে ভাবিয়ে তোলে? আপনি কি সামাজিক কুসংস্কার ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দূর করতে বদ্ধপরিকর? আপনি কি আপনার লেখনি দ্বারা সচেতন জনসমাজ গড়ে তুলতে চান? তাহলে আপনি যেই হোন, বাংলাভাষায় প্রকাশিত সচেতনতা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা সচেতন বার্তায় লেখা পাঠাতে আজই যোগাযোগ করুন নিম্ন ঠিকানায়।

সাপা'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

আপনি কি আপনার প্রতিষ্ঠান বা ঘরে বসেই নিয়মিত ত্রৈমাসিক সচেতন বার্তা পড়তে চান? তাহলে বাৎসরিক দুইশত টাকা প্রদান সাপেক্ষে আজই গ্রাহক হোন। আমরা গ্রাহকদের নিয়মিত কুরিয়ার বা ডাকযোগে সচেতন বার্তা প্রেরণ করে থাকি। বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন নিম্ন ঠিকানায় ।

সোশ্যাল এওয়্যারন্যাস প্রোগ্রাম ফর অল (সাপা)
মধ্যেরচর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা থেকে ফজিলাতুন নেসা কর্তৃক প্রকাশিত
মোবাইল : ০১৭১৬০৫৬১৯২
ই-মেইল : apamskd@gmail.com
মূল্য : ২৫ টাকা